খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 22 ❑ 15 Aug, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

স্বাধীনতা দিবসের সন্ধিক্ষণে নারী স্বাধীনতার ডাক

সার্বভৌম সমাচার প্রতিবেদন ঃ স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে, আর জি কর-এর অন্দরে মহিলা চিকিৎসকের সেই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে বাংলায় 'মেয়েরা রাত দখল করো'র ডাক। জেলা ছাড়িয়ে সেই ডাক পৌঁছেছে দেশের নানান প্রান্তে, সর্বত্রই প্রতিবাদ, মিছিল। এযেন প্রতিবাদের এক অনন্য ভাষা। কোনও রাজনৈতিক রঙ না নিয়ে নাগরিক সমাজ ঐকব্যবদ্ধ হলে, মহিলারা একজোট হলে.. কী ছবি উঠে আসতে পারে, তা দেখল আজকের রাত।

এমন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শেষবার কবে দেখেছে বাংলা? এই ছবি দেখলে সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। মিছিলে মিছিলে স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে বাংলা জুড়ে যেন রাস্তায় নেমেছেন শত শত 'দুর্গা'রা। দিনে নয়, রাতে। যে রাতে মহিলাদের চলাফেরা নিয়ে থাকে বহু প্রশ্ন। ব্যস্ত শহরের রাতে, নিজের চেনা পরিসরে, নিজের কর্মস্থলে মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না বাংলা। সোদপুর পানিহাটির মেয়ের এই মৃত্যু চোখের জল বাঁধ মানেনি বাংলার। সন্তানহারার পানিহাটির ওই দম্পতির শোকে আজ বহু মায়ের বুকে হাহাকার, বহু বাবার কাছে প্রশ্ন প্রশাসনিক নিরাপত্তা নিয়ে।

মধ্যরাত; ১২টা পার হতেই মিছিল থেকে শোনা গেল দেশাত্মবোধক গান। অনেকেই জাতীয় পতাকা কাঁধে যোগ দেন মিছিলে। তার থেকে বাদ গেল না বনগাঁও। বুধবার রাত সাড়ে এগারোটার সময় বনগাঁ থানার পাশে জাগ্রত সংঘের মুখে কলেজ মোড়ে মহিলারা 'রাত জাগো'কর্মসূচি পালন করেন। এদিনের মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিলে শোনা যায় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'খুনিদের শাস্তি চাই'...

স্বাধীনতার ৭৮তম বর্ষে সার্বভৌম সমাচার-এর পক্ষ থেকে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা।
বন্দেমাতরম্।
ছবিঃ সৌজন্যে গুগুল

শোক প্রস্তাব

১১ আগস্ট প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট মহিলা উদ্যোগপতি নিউ পিসি জুয়েলার্স ও আরও কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণিমা চৌধুরী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

থানায় আত্মসমর্পণ বাংলাদেশী যুবকের

প্রতিনিধি ঃ বাংলাদেশে গোলমাল হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য কর্মী। তারা গা ঢাকা দিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছেন। ৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করার পর আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের উপর আক্রমণ আরো বেড়েছে। এই পরিস্থিতি দিন কয়েক আগে চোরাপথে কোনভাবে এদেশে ঢুকে পড়েছিলেন বাংলাদেশের ঢাকার বাসিন্দা আলামিন মৃধা। বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাঘুরি করে শুক্রবার রাতে

তৃতীয় পাতায়...

দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে তৃণমূলের স্মারকলিপি রাস্তা অবরোধ— বিক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপি পরিবার চালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিল তৃণমূল। অভিযোগের প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অভিযোগের উত্তর না পেয়ে পঞ্চায়েতের সামনে তৃণমূলের বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধের ঘটনায় উত্তেজন ছড়ালো। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে। পরবর্তীতে বাগদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ব্লক অফিসের কর্তারা এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে যায়। এদিন তৃণমূল পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ডেপুটেশন দেয়। বিজেপি প্রধানকে একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। অভিযোগ প্রধানকে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে আবেদন করেও কোন সদুত্তর মেলেনি। তৃণমূল পশ্চিম ব্লক সভাপতি অঘোরচন্দ্র হালদার বলেন, "যে কটা দাবি নিয়ে আমরা ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলাম তার সঠিক উত্তর প্রধান দিতে পারেনি। কুয়েতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, টাকার বিনিময়ে তার ডেড সার্টিফিকেট দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত। আমরা সঠিক উত্তর যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ পঞ্চায়েতের গেট ছাড়বো না। তাই পঞ্চায়েতের সামনে প্রতিকী অবরোধ করছি। অভিযোগের বিষয়ে হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুপা হালদার বলেন, 'এখন ডেড সার্টিফিকেটের

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

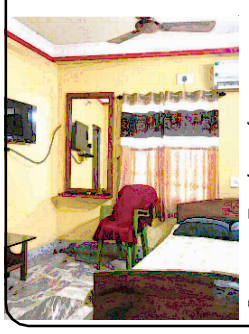

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ২২ ❐ ১৫ আগস্ট, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

নারীর নিরাপত্তা কোথায়

সৃষ্টির লগ্ন থেকেই নারী জাতি পুরুষের ভোগ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। নারী— সে তো কখন জননী, কখন ভগিনী আবার কখনো স্ত্রী হয়ে পুরুষকে লালন-পালন স্নেহ যত্নে সর্বদা আবৃত করে রাখে। সেই নারী আজ ধর্ষকের লালসার শিকার। সম্প্রতি ডাঃ আর জি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনায় গোটা দেশ তথা বিশ্ববাসী শিহরিত। সর্বত্রই প্রতিবাদের ঝড়। একটাই বক্তব্য- 'জাস্টিস ফর আর জি কর'। 'দোষী/ দোষীদের ফাঁসি চাই।' এ পাশবিক ঘটনার দোষীর জন্য আর কোন সাজা হতেই পারে না। যে মানুষটা নিরন্তর পরিশ্রম করে হাজার হাজার মানুষকে সুস্থ্য করে তোলে, তাঁর উপর এমন জঘন্যতম আচারণ, এ যেন মনুষ্যত্বের উপর, মানবিকতার উপর কুঠারাঘাত। কিছু মানুষের ঘৃণ্য লালসার কাছে হারিয়ে গেছে বিবেকবোধ। প্রতিবাদীর কণ্ঠে একটাই স্বর— 'জাস্টিস ফর আর জি কর।'

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র।এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে,হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল। এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার ! এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে,ছুঁতে হবে,ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা,পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা হয়তো বা কল্পকথা।]

ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে

গত সপ্তাহের পর...

কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয় বড় দাদা বিমল দাশগুপ্তের কাছে। পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ছেলে দিলীপকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে (যিনি কানা কেষ্ট নামে পরিচিত ছিলেন) , ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ প্রমুখ বিখ্যাত সংগীত গুরুর কাছে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আধুনিক বাংলা, উর্দু, হিন্দি, ঠুংরি এবং বিভিন্ন ছায়াছবির গানে কণ্ঠদান ও সুরারোপ করেন। কমল দাশগুপ্ত ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর সুরের ভিত্তি ছিল রাগ এবং ঠুংরি ছিল তাঁর সুর রচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এর সঙ্গে বাংলা গানের নানা ধারাকে তিনি ভেঙ্গে-গড়ে মিশিয়ে দিয়েছেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহু জনপ্রিয় গানে তিনি সুরারোপ করেছেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে কবির অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। বিদ্রোহী কবি তাঁর বিশেষ গানগুলি তাঁকে সুরারোপের জন্যে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন। কমল দাশগুপ্তের অনুরোধে কবি নজরুল ইসলাম উর্দু গজল ও কাওয়ালীর সুরে অনেক গান রচনা করেছেন। এমনকি কবি তাঁর জন্যে বেশ কিছু ইসলামিক গানও লিখেছিলেন। ১৯৩৪ সাল থেকে স্বাধীনভাবে কাজী নজরুল ইসলামের গানের সুরারোপ করতে থাকেন। প্রায় তিনশো নজরুলগীতির সুর রচয়িতা ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। 'আমার ভুবন কান পেতে রয়', 'আমি যার নূপুরের ছন্দ', 'ওরে নীল যমুনার জল', 'মোর না মিটিতে আশা', 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়', 'সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়', 'আসিল রে প্রিয় আসিল রে', 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে', 'সাম্প্রতিক' 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে', 'দূর দ্বীপবাসিনী', ইত্যাদি অসংখ্য অবিস্মরণীয় নজরুলগীতির সুরস্রষ্টা তিনি।

২৩ বছর বয়সে হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। কলাম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিতেও কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি উর্দু ভাষায় কাওয়ালি গান পরিবেশন করেন। এইচএমভিতে এক মাসে ৫৩ টি গান রেকর্ড করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হায়দ্রাবাদের নিজামের গোল্ডেন জুবিলির বিশেষ গান রেকর্ড করেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র মার্চিং সং তার সুরে রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডসংখ্যক গানে সুর করার জন্য ১৯৫৮ সালে এইচএমভিতে তার সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠিত হয়। তার সুরারোপিত গানের ডিস্কের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। তাঁর সুর দেওয়া অন্যতম জনপ্রিয় কিছু গান হল— মেনেছি গো হার মেনেছি , ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে তোমারে করেছে রানী, এই কিগো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে, পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়, আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়, তুমি যে বহ্নি শিখা, আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে, আমি বনফুল গো, দুটি পাখি দুটি তীরে, মাঝে নদী বহে ধীরে, সেদিন নিশীথে বরিষণ শেষে চাঁদ উঠেছিল বনে।

বাংলা চলচ্চিত্রের সুরকার হিসেবেও কমল দাশগুপ্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সুর দেওয়া ও গাওয়া

চলবে...

যমজ মানুষের সমাজ তাত্ত্বিক অন্বেষণ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

প্রাণিজগতের কথা : প্রাণীদের মধ্যেও জোড়া যমজ বা সায়ামিজ টুইন দেখা যায়। জোড়া যমজগুলিকে প্রদর্শনীতে দেখানো হয় বাণিজ্যিকভাবে। গরুর দুটি মাথা, কুকুরের যুক্ত ভ্রুণ। কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাভাবিক যমজ দেখা যায়। যেমন শুয়োরের সাতটি বাচ্চা, কিংবা কুকুরের সাতটি বাচ্চা, ছাগলের তিনটি বাচ্চা, বিড়ালের তিনটি বাচ্চা, একই সঙ্গে হয়ে থাকে। আসলে এগুলি মাল্টিপ্লাসেন্টাল ম্যামাল বা বহু অমরা যুক্ত স্তন্যপায়ী। এসব ক্ষেত্রে যমজ অস্বাভাবিক নয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। কেঁচো, জোঁক এর দেহে স্ত্রী এবং পুরুষ দুটি যৌনাঙ্গই থাকে। তবুও এদের যৌন প্রতিবন্ধী বলেনা। কারণ এটাই স্বাভাবিক। এরা সন্তান উৎপাদনে স্বাভাবিক ভাবেই সক্ষম। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এ'ঘটনা ঘটলেই যৌন প্রতিবন্ধী বলে চিহ্নিত করা হয়। যেমন টার্নার সিনড্রোম, ক্ল্যানোফিল্টার সিনড্রোম ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জগতের কথা : বনগাঁ শহরের সংলগ্ন শুক পুকুরিয়া গ্রামে একটা পাঁচ মাথা যুক্ত খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এই পাঁচ মাথাই শীতকালে কাটা হয় এবং রস উৎপাদন হয়। বকখালীতে ১৬ মাথা যুক্ত খেজুর গাছ দেখেছিলাম। গাছটি এখনো রয়েছে। এছাড়া জোড়া মোচা, জোড়া কলা, জোড়া বেল, জোড়া আম প্রভৃতি ফলের মধ্যে যমজের উপস্থিতি সকলেরই চোখে পড়েছে।

শ্রেণীবিভাগ ও কারণের সন্ধানে :

যমজ দুই ধরনের—

ক) সর্বসম যমজ বা আইডেন্টিক্যাল টুইন— যা আসলে সমভ্রূণ জাত ও একটি মাত্র নিষিক্ত ডিম্বানু বিকাশের একেবারে প্রথমেই যদি মাতৃগর্ভেই বিভাজিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এরকম ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের যমজ সন্তানেরা জিনগত ভাবে হুবহু এক। এরা স্বাভাবিক ক্লোন। এদের লিঙ্গ ও চেহারাও হুবহু একই রকম হয়। আরো স্পষ্ট করে বললে এ' রকম হয়— একটি জাইগোটের বা ভ্রূণানুর মাইটোসিস বিভাজনের ফলে যেসব যমজের সৃষ্টি হয়। তারা হুবহু একই রকম। এদের আবার মনোজাইগোটিক টুইনও বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যমজ দুজনেই ছেলে বা দুজনেই মেয়ে হয়।

খ) অসম যমজ বা নন আইডেন্টিক্যাল টুইন : যখন একই সময়ে দুটি পৃথক ডিম্বানুকে দুটি পৃথক শুক্র বা স্পার্ম দ্বারা নিষিদ্ধ করে দুটি জাইগোট বা ভ্রূণানু সৃষ্টি হয়। এই জাইগোট বা ভ্রূণানু থেকে যে যমজ সৃষ্টি হয়— তাদের ডাইজাইগোটিক বা ফ্যাটার্নাল টুইন (Dizygotic or Fraternal) বলে। এরকম ভিন্ন রূপ যমজ দুজনেই ছেলে বা মেয়ে কিম্বা একজন ছেলে ও একজন মেয়ে হতে পারে।

এই প্রধান দুটি ভাগের বাইরে আরো কিছু যমজ আছে যেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা চেষ্টা করছি—

কনজয়েন্ট টুইন : এরা সাধারণত মনোজাইগোটিক, আবার বহু ভ্রুণ বিশিষ্ট- এক ভ্রূণ থেকে অন্য ভ্রুণ পর্যন্ত পৃথক নয়। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে নিষিক্ত ডিম্বাণুর অসম্পূর্ণ বিভাজন।

পৃথক টুইন কনসিভড : যখন স্বাভাবিক ভাবে একটি ডিম্বক নিষিক্ত হবে তখন রজঃচক্রে বাধা-বিপত্তি থাকলে নিষিদ্ধ হয় বিভিন্ন সময়েও।

যমজের ভিন্ন বাবা : একটি ফ্রার্টানাল বা ডাইজাইগোটিক এর ফল হাইপারওভিউলেশান। যখন রজঃচক্রে মুক্ত হয় বহু ডিম্বাণু। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের ফলে বিভিন্ন শুক্রানুর সঙ্গে বিভিন্ন ডিম্বানু নিষিক্ত হওয়ার ফলে এই ধরনের যমজ জন্মায়। সাধারণত রজ:চক্রে একটি ডিম্বানুই পরিনত হয়। ডিম্বানু নিঃসরনে ছয় থেকে সাত ঘন্টার মধ্যে ডিম্বানু নিষিক্ত না হলে তা বিনষ্ট হয়। যৌন মিলনের সময়ে নির্গত বীর্যে (semen) দুই থেকে পাঁচ কোটি শুক্রাণু থাকা বাঞ্ছনীয়। ডিম্বাণু করোনা

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

আসলে আমার নিচের ঘরটা সেকেলে ধরনের । ২০ ইঞ্চি ঘরের দেওয়ালে কড়ি বরগার ছাদ আটাঁ। তার উপরেও ঘর। গরম ঢোকার জায়গা পায়না। সেই থেকেই ঠান্ডা গরম আমার নিজের ঘরে কাটিয়ে এবছর মে মাসে আমাদের ব্যাঙ্গালোর আসতে হল।

এই এক বছরের আমার অনেক আপনজন চলে গেল। দুই জামাইবাবু এক দিদি। দুঃসময়ে অবশ্য আমি আমার ভাগ্নেদের পাশে থাকতে পেরেছিলাম। ইতিমধ্যে ছোট বোনটাকে একবার গুয়াহাটি গিয়ে দেখে আসতে পেরেছি।

এখন আসল কথাটা বলি। আমরা তিনজন মানুষ। আমি দিলীপ মহাপাত্র। স্কুল শিক্ষক ছিলাম। ২০১৪ সালে অবসর নেওয়ার আগে যতসব আগডুম বাগডুম কান্ড ঘটে গেল। মেয়ে ততো দিনে পড়াশোনা করে চাকরি শুরু করেছে তিন বছর আগে। পড়াশুনোর বিষয়টা ছিল মেডিকেলের একটা স্ট্রিমে। বিএসসি নার্সিং। সে সময় ফাটাফাটি ডিমান্ড। রেজাল্ট বেরোনোর আগেই চাকরি পেয়ে গেল। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই ওর চাকরি। এখন পদোন্নতি হতে হতে নার্সিং সুপারেনটেনডেন্ট একটা বেসরকারি হসপিটালের। অবশ্য মাঝখানে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে এমবিএ করে নিয়েছে।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে আমার রিটারমেন্ট। এ বছর জুন মাস থেকে আমার শরীরের হৃদপিন্ডের রোগ ধরা পড়ল। ডাক্তার-বৈদ্য করে বোঝা গেল এ অসুখ ওষুধে সারবার নয়। শল্যো চিকিৎসার প্রয়োজন। বেশ কয়েকটা সরকারি মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ঘোরাঘুরির পর অপারেশন করার চান্স হল না। এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের চিকিৎসার ব্যাপারে ঈশ্বরের ওপরে নির্ভর করে থাকতে হয়। যাদের কিছু মাত্র সুযোগ থাকে তারা ঘটিবাটি বিক্রি করে চিকিৎসা বিক্রেতাদের কাছ থেকে চিকিৎসা কিনে সুস্থ হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হল। পিএফ ভেঙ্গে, এফডি ভেঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার করে একটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে গেলাম। খারাপ না। তারা ভালোভাবে অপারেশন করে সুস্থ করে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে। আসার সময় ডাক্তার বাবু বলে দিলেন, " আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। আমি যা যা বলে দিচ্ছি সে সব মেনে চললে অন্তত আরও ২৫টা বছর বাঁচতে পারবেন। তা না হলেই বারবার আমাদের কাছে আসতে হবে।" একথা শুনে ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম," আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করব।"

বাইরে বেরিয়ে তনয়া আর নিরুপমাকে নিয়ে গাড়িতে করে আসতে আসতে ওদের বললাম, "আমি যেন আর উল্টো পাল্টা না করি। করলেই তোমরা বাধা দেবে। না হলে সমূহ বিপদ। যে পয়সা গচ্চা গেল, সেটা আমাকে উসুল করতেই হবে। এখন ষাট, ডাক্তারবাবুর কথায় আরও ২৫ বছর। তারমানে ৮৫ বছর আমাকে বাঁচতেই হবে। শুনেছি ৮০ বছর বয়সে পুরো মাইনেটাই পেনশন হিসাবে পাওয়া যায়। আমাকে টার্গেট পূরণ করতেই হবে। যাতে এতগুলো টাকা পয়সা চলে যাওয়ার জ্বালাটা ভুলতে পারি। তবেই খানিকটা শান্তি নিয়ে চলে যেতে পারব। তা না হলে মরেও শান্তি পাবো না।"

সেই থেকে মেয়ে সব সময় আমার উপর নজরদারি করছে। এখন ভাবতে বসে,অতীতের সব কিছু যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

শুনেছি নিউ ইয়র্ক শহরে কেউ আকাশ দেখেনা। অন্তত ওখানকার গৃহবধূরা তো দেখতে পায় না বেশিরভাগ সময়। বাইরে কোনও কাজ না থাকলে ঘরের দরজা জানলা এঁটে নিয়ন্ত্রিত শীততাপে বসে থাকতে হয়। বাঁচে কী করে মানুষ কে জানে!

মানুষের বেঁচে থাকতে প্রাকৃতিক

চলবে...

চাঁদপাড়ায় মধ্যরাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রাক্তণ বিধায়ক সুরজিৎ বিশ্বাসের

নীরেশ ভৌমিক ঃ সকালে চাঁদপাড়ার দলীয় কার্যলয় অঙ্গনে সাংসদ মমতা ঠাকুর ও বর্ষিয়ান দলনেতা গোবিন্দ দাস কর্তৃক দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং মঞ্চে উপস্থিত দলীয় নেতা কর্মীদের কাষ্ঠে আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে সংগীতের সাথে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে গত ১৪ আগষ্ট সকালে গুরু দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছা রক্তদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে স্কুল ছাত্রী দীপা দাস। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ

বিধান সভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, দলনেতা নরোত্তম বিশ্বাস, উত্তম মণ্ডল, ভবেশ দত্ত, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, আই এন টি টি ইউ সি'র জেলা ও ব্লক সভাপতি যথাক্রমে নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ও সমীর হাজরা। ছিলেন দলীয় শিক্ষক নেতা রবিউল ইসলাম, কৃষ্ণপদ দাস, দেবশিস ঘোষ, অনুপ দেবনাথ, শিক্ষিকা নন্দিতা রায় সহ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চয়েতের দলীয় প্রধান, উপপ্রধান ও অঞ্চল সভাপতিগণ। অনুষ্ঠান সভাপতি তথা গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতিক সভাপতি ইলা বাক্চি ও দলের অন্যতম ব্লক সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। দলীয় কর্মীগণ সকলকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয়তে বরণ করে নেন। মঞ্চে সদ্যপ্রয়াত দলনেতা নির্মল কান্তি বিশ্বাস ও বিপ্লব দাসের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকলেই দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দীর্ঘ ১৮ বৎসর যাবৎ স্বেচ্ছা রক্তদান সহ আয়োজিত অনুষ্ঠানের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন বর্তমান সদস্য কালিপদ বিশ্বাস ও মধুসূদন সিংহ এর কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীত সকলকে মুগ্ধ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও প্রশিক্ষিকা জ্যোতি সাঁতরা পরিচালিত আলাপ আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণ সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি পরিবেশন করেন। রবি ঠাকুরের বীরপুরুষ, আবৃত্তি আলেখ্যর সাথে শিশু শিল্পী শ্রেয়া চক্রবর্তীর কণ্ঠের রবীন্দ্র সংগীত এবং আমন্ত্রিত শিল্পীগণের সংগীতানুষ্ঠানে এলেকার অগনিত সংগীত ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি চোখে পড়ে। এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ গোপাল পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মীগণ মোট ২০১ জন রক্ত দাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। মধ্য রাতে ঠিক ১২-০১ মিনিটে দেশের স্বাধীনতালাভের পুণ্যক্ষণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বর্ষিয়ান দল নেতা ও বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস। দলের বহু নেতা ও কর্মীগণের স্বতঃ স্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান সহ সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমী'র

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও মহা সমারোহে দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমীর শিক্ষার্থীগণ। ১৫

আগষ্ট সকালে ঠাকুরনগরের আনন্দপাড়া পল্লী সেবা সমিতি প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্যোক্তাদের এবারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল পাঁচ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। আকর্ষনীয় এই ম্যারাথন দৌড়ে একাডেমীর শিক্ষার্থী ছেলে মেয়েরা অংশ গ্রহন করেন। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণের হাতে একাডেমীর পক্ষ থেকে আকর্ষনীয় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবি ও সংস্কৃতি প্রেমী অমল কৃষ্ণ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন সরকার, আশিস সরকার, চন্দন দেব, পার্থ মৃধা, মৃনাল কান্তি ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, শিক্ষক সুভাষ ব্যাপারী, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বাজিৎ মণ্ডল প্রমুখ। ডিফেন্স একাডেমীর কর্ণধার প্রাক্তন সৈনিক দ্বীপেন গুহ সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। শিক্ষার্থীরা ব্যাজ ও উত্তরীয়তে বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একাডেমী আয়োজিত এদিনের কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একাডেমীর প্রশিক্ষার্থীগণ সহ স্থানীয় ছেলে মেয়েরাও অংশগ্রহন করেন। দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং কথা- কবিতায় একাডেমী আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেকার বহু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি চোখে ও স্থানীয় পল্লী সেবা সমিতির সদস্যগণের আন্তরিক সহযোগিতায় ডিফেন্স একাডেমী আয়োজিত এদিনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

গোবরডাঙার রূপান্তর নাট্যসন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হল দু'খানি নাটক

নীরেশ ভৌমিকঃ সংস্থার সভাপতি প্রয়াত মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে গত ১১ আগষ্ট এক নাট্য সন্ধ্যার আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার প্রাচীন নাট্যদল রূপান্তর। এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় নকসা নাট্যদল পরিচলিত গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্রে আয়োজিত নাট্য সন্ধ্যার উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার ভূতপূর্ব পৌরপ্রধান সুভাষ দত্ত। ছিলেন প্রয়াত মুকুলবাবুর সহোদর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্থার বর্তমান সভাপতি শশাঙ্ক শেখর দত্ত আগত সকলকে অভিনন্দন জানান। মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে রূপান্তর প্রায়োজিত এদিনের নাট্য সন্ধ্যায় দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম নাটক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন অবলম্বনে রূপান্তর প্রযোজিত দর্শক প্রশংসিত নাটক 'আত্মাহুতি'। সংস্থার বর্ষিয়ান সদস্য শ্যামল দত্তের ভাবনা ও প্রয়োগে নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করে, এদিনের দ্বিতীয় নাটক গয়েশপুর মঞ্চসেনার মঞ্চসফল নাটক 'ন হন্যতে', মিহির শূর এর নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটির কাহিনী এবং কুশীলবগণের

অভিনয় উপস্থিত দর্শক সাধারণের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

রূপান্তর আয়োজিত এদিনের মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ ও অনুষ্ঠিত নাট্য সন্ধ্যায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান লেখক পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, সমীর কুমার নন্দী, অধ্যাপক উমেশ অধিকারী, শিক্ষিকা আভা চক্রবর্তী, ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত প্রেমী মিহির লাল চক্রবর্তী, নাট্যব্যক্তিত্ব মলয় বিশ্বাস, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সকলেই প্রয়াত নাট্যসংগঠক ও সমাজসেবী মুকুল বাবুর স্মরণে অনুষ্ঠিত নাট্যসন্ধ্যার আয়োজনকে স্বাগত জানান।

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে প্রকাশিত 'তুমি রবে নীরবে' পুস্তিকাটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে নাট্য সংগঠক ও সংস্কৃতিপ্রেমী মুকুল বাবু, জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উদ্বোধক প্রাক্তন পৌরপতি শ্রীদত্ত।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি

তৃণমূলের স্মারকলিপি রাস্তা অবরোধ

প্রথমপাতার পর...

আবেদন অনলাইনে করা যায়। হয়তো সেরকম আবেদন করেছিল। পরে আমরা ডিলিট করে দিয়েছি। অবরোধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তারা বুঝতে পেরেছেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে, সেই কারণে বাইরে বেরিয়ে হাঙ্গামা করছে।

আত্মসমর্পণ বাংলাদেশী

প্রথমপাতার পর...

বনগাঁ বাটামোড় এলাকায় পৌছান। খিদেতে ছটফট করছিলেন। এলাকার লোকজনকে বিষয়টি জানানোর পর তারাই তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। তারা তাকে পরামর্শ দেন বনগাঁ থানায় গিয়ে কথা বলতে। কারণ এই মুহূর্তে সীমান্তে নিরাপত্তার কারণে চোরা পথে দেশে ফেরা কার্যত অসম্ভব। কাছে টাকা-পয়সা নেই; ফলে খাওয়া-দাওয়া পুরো বন্ধ হয়ে যাবে। বাসিন্দাদের পরামর্শ মত শুক্রবার রাতে তিনি বনগাঁ থানায় আসেন। পুলিশ কর্মীদের তার সমস্যার কথা খুলে বলেন। পুলিশ জানিয়েছে ওই যুবকের দাবি, সে এক আওয়ামী লীগ নেতার গাড়ির চালক। এদেশে চলে আসার পর আর ফিরতে পারছে না। তাকে গ্রেফতার করা হলে অন্তত জেলে খাওয়ার অসুবিধা হবে না। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে বিদেশি আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে অবশ্য তাকে পুলিশের পক্ষ থেকে খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হয়। শনিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। আলামিন বলেন, পরবর্তীকালে আইনিভাবে দেশে ফেরার অপেক্ষায় থাকলাম।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ৩০ বৎসর উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্যচর্চার ৩০ বছর পূর্ণ হল এবছর। দীর্ঘপথ চলার এই ৩০ বৎসরকে স্মরনীয় করে রাখতে গত ১০ আগষ্ট গ্রন্থ

প্রকাশ, আলোচনা এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সংস্থার মহলাকক্ষ সংলগ্ন মিলন সংঘের সভাগৃহে, এদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট সানাই বাদক সুমন গোলদারের সানাই এর সুরে নাট্যচর্চার ৩০ বৎসর উপলক্ষে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সানাই বাদক শ্রী গোলদারকে তবলায় ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী ও সুজয় গোলদার। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও নাট্যসমালোচক ও অধ্যাপক অংশুমান ভৌমিক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পবিত্র বাবুর লেখা গোবরডাঙার নাটক ও যাত্রা অভিনয়ের ক্রমধারা গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিশিষ্ট অধ্যাপক অংশুমান ভৌমিক। শ্রী ভৌমিক সারা রাজ্যের মধ্যে গোবরডাঙার নাট্যচর্চার ঐতিহ্য তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা সহ গোবরডাঙার বিভিন্ন নাট্য দলগুলির নাট্যচর্চার সাফল্য কামনা করেন। এবং সেই সঙ্গে পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থটির গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

স্বাগত ভাষণে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৯৫ সাল থেকে তাঁদের নাট্যসংস্থা নাটকের চর্চা ও প্রসারে কাজ করে আসছেন। এভাবেই তিনি নাট্যচর্চার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের দিকে এগিয়ে যাবেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ধ্রুপদী সংগীতানুষ্ঠানে উর্মি চক্রবতীর ভজন, আঁকন মজুমদারের খেয়াল, শিল্পী সেনের ঠুমরী এবং তন্ময় মণ্ডলের কত্থক নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

এদিনের অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রেমী বহু বিশিষ্টজন ছাড়াও বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। গোবরডাঙার প্রাচীন নাট্যদল নাবিক নাট্যম ও খাঁটুরা চিত্তপট এর পক্ষ থেকে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার প্রাণ-পুরুষ ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নিজের লেখা একটি বই বিশ্বনাথ বাবুর হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, সংস্কৃতি ও নাট্যপ্রেমী অধ্যাপক বাসুদেব মণ্ডল। নানা অনুষ্ঠানে এবং বহু নাট্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ৩০ বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শশাডাঙা প্রাথমিকে সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৫ আগষ্ট জাতির ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় গাইঘাটা চক্রের শশাডাঙা এফ পি স্কুলে। এদিন সকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থে নির্মিত পড়ুয়াদের ওয়াশরুমের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী প্রবীর রায়, কিশোর মজুমদার। অরবিন্দ মণ্ডল ও গাইঘাটার দুই চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন ঘোষ প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু লাল সরকার (শিক্ষারত্ন) উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান এবং পুস্তস্তবক, তেরঙ্গা উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিদ্যালয় অঙ্গনে বর্ষব্যাপী সৃজননীল কাজ হিসেবে পড়ুয়াদের নিজ হস্তে তৈরি রাখীর হাটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী ঘোষ।

বিদ্যালয়ের এন. সি.সি ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ, ছাত্র-ছাত্রীদের প্যারেড এর মধ্য দিয়ে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিদ্যালয় অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে কচি কাঁচা

পড়ুয়াগণ পরিবেশিত কবিতা আলেখ্য, আবৃত্তি এবং সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। বিদ্যালয়ের নৃত্য শিক্ষক কৃষ্ণ বণিককে উদ্যোক্তারা স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিধায়ক শ্রী মজুমদার সহ উপস্থিত সকলে বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এবং রাখীর হাটের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। বিধায়ক স্বপন বাবু তাঁর বিধায়ক এলেকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে আরোও অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন বাবু তাঁর ছোট্ট পুত্র কন্যাকে সাথে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ করেন। নানা অনুষ্ঠানে এবং পড়ুয়া ও তাঁদের অভিভাবক এবং বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে শশাডাঙা এফ পি স্কুল আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

গোবরডাঙার আদিবাসী স্কুলে পরম্পরার সংগীত কর্মশালা

সঞ্জিত সাহা ঃ সংস্কৃতির শহর গোবরডাঙার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পরম্পরার উদ্যোগে গত ১০ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সংগীত শিক্ষার এক কর্মশালা। স্থানীয় শিশু কল্যান বিদ্যাপীঠ-এ অনুষ্ঠিত কর্মশালার মুখ্য বিষয় ছিল পঞ্চ কবি স্মরণ। পরম্পরারূপ কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক রাজু সরকার জানান, আয়োজিত কর্মশালায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সংগীত শিক্ষা ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা দান করা হয়।

পঞ্চ কবি শীর্ষক কর্মশালায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, রজনী কান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রালাল রায় ও অতুল প্রসাদ সেন এর জীবন, কর্ম এবং তাঁদের অসামান্য সকল সৃষ্টি ও রচনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানান হয়। পঞ্চ কবি রচিত বিভিন্ন সংগীত শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়। এদিনের কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ১৫০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহন করে, কর্মশালাকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্যাসদেব পাল জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ে এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করবেন।

সম্পর্ক গড়ে
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

ক্ষুদিরাম বসুর শহীদ দিবস পালন করল মণীষা ও ইমন মাইম

সংবাদদাতা ঃ ১১ আগষ্ট বীর বিপ্লবী অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসুর শহীদ দিবস পালন করল মণীষা ও মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার।

মণীষা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি দেবব্রত বিশ্বাস ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে স্মরণ

অনুষ্ঠান শুরু করেন। এরপর একে একে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন মহিলা সংগঠনের শিবানী হালদার, ইমন মাইম সেন্টারের কর্ণধার ধীরাজ হাওলাদার, অনুপ মল্লিক সহ সমস্ত উপস্থিত সদস্যরা। সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতি মানুষদের ব্যাচ পরিয়ে এই দিনটি পালনের আহ্বান জানান। এরপর ইমনের ছোট্ট বন্ধুরা পদাতিক মঞ্চেও দিনটি পালন করে।

নিয়মিত মূকাভিনয় ও নাট্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছোট্ট বন্ধুদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইমনের সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, সৃজা হাওলাদার সহ ইমনের অনেক বন্ধুরা। এদিন ধীরাজ বাবু বলেন, "আমরা মনে করি বড় মানুষের জীবন চর্চা না করলে ছোটদের মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।"

জাগরীর সার্থক প্রযোজনা বেঁচে থাকে মানবতা

সংবাদদাতা ঃ দেগঙ্গার অম্বিকানগর দুর্গা মঞ্চে সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল বারাসাত ইভিনিং ক্লাবের নাট্যশাখা জাগরী প্রযোজিত সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও সমরেশ বসু নির্দেশিত "বেঁচে থাকে মানবতা"। বারাসাত ইভিনিং ক্লাব (১৯১০) প্রথমে নিজেরা ও পরে নিজেদেরই এক নাট্য শাখা "জাগরী" যেভাবে গত ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার নাট্য আন্দোলনকে বহন করে চলেছে তাকে কুর্ণিশ। প্রতিটি নাটকের মাধ্যমে জাগরী যেভাবে সমাজে বলিষ্ঠ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে এই নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। নাটকটি একটি বৃদ্ধাশ্রমকে কেন্দ্র করে নির্মিত, যেখানে আবাসিক বৃদ্ধ, বৃদ্ধা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরিবারে তাদের অপ্রাসংগিকতায় বৃদ্ধাবাসের জীবন বেছে নেওয়ার করুণ কাহিনী ফুটে ওঠে। প্রত্যেক চরিত্র তাদের জীবনে হতাশাকে কাটিয়ে কিভাবে তারা জীবনের নতুন করে বাঁচার আলো খুঁজে পায় সেটার ক্লাইম্যাক্স তৈরীতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন নির্দেশক। সুধাময় চরিত্রে শক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় যথেস্ট প্রশংসার দাবী রাখেন। ডরোথীর ভূমিকায় চৈতালি সরকার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এর চরিত্রায়নে বেশ নতুনত্বের ছাপ রেখেছেন। রণজয় চরিত্রে অরিন্দম দে প্রানোচ্ছল। অখিলেশ চরিত্রে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তার জাত চিনিয়েছেন। অনুপম চরিত্রে, কাজরী চরিত্রে যথাক্রমে সৌমেন ও তনয়া যথাযথ। নাটকটির আলোক, আবহ, মঞ্চ ভাবনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**